সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব

ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী আনুমানিক নবম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি প্রায় পাঁচশো বছর ধরে টিকে ছিল এই ব্যবস্থা। তবে প্রসঙ্গটির আলোচনার প্রথমেই বলে নেওয়াভালো, যে আমরা কতটা ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতা (Historical truth) অবলম্বন করতে পারবো, সেটা কিন্তু বলা বেশ কঠিন। কেননা, এই উত্তর-আধুনিক সময়ে বসে মধ্যযুগিয় সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের কারন ব্যাখ্যা কিন্তু প্রভাবিত হতে পারে তথ্য ও তত্ত্বের বিভিন্ন সন্দর্ভের (Discourse) মধ্যে দিয়ে। আর এজন্যই আলোচনা শুরুতেই ঐতিহাসিক তথ্যের (Historical fact) সময় কাল ও আলোচনা পদ্ধতিকে পাশাপাশি রেখে আলোচনার অভিমুখ গুলোকে খুলে দেওয়াই ভালো।

তবে শুরুতেই আমরা সামন্ততন্ত্র কি বা তার প্রকৃত অর্থ এগুলি উল্লেখ করবো না, তাহলে উত্তরটা খুব সহজেই শেষ হয়ে যেতে পারে। সামন্ততন্ত্র এত সংকীর্ণ অর্থও বহন করেনা। বরং আলোচনার প্রতিটি পরতে এর অর্থকে ব্যাখ্যা করে তার উদ্ভবের যথার্থতা

ব্যাখ্যা করাই ভালো। সামন্ততন্ত্রের আলোচনার বিভিন্ন সময় একে একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা mode of production হিসাবে দেখা হয়েছে (Maurke Dobb), কখনও বা Marc Bloch এর মতো ঐতিহাসিকেরা 'Feudal society' হিসাবে আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষক ~~শ্রেণীর~~ শ্রেণির ভূমিকার আলোচনার মধ্যে দিয়ে, কিন্তু আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবেনা যে, আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিবর্তনের একটা নির্দিষ্ট পর্যায় কিন্তু এই সামন্ততন্ত্র। শুধু মাত্র কোন উৎপাদন ব্যবস্থা বা নির্দিষ্ট সমাজ কাঠামো নয়। বিভিন্ন ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ~~Power Politics~~ ~~এর~~ discourse বা সন্দর্ভের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের চরিত্র, সার্বভৌম, সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রেক্ষিত এই বিষয়গুলি কিন্তু আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়না।

2 Sunday

রাষ্ট্রব্যবস্থা বা রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদান গুলির নিজস্ব প্রয়োজন বোধ থেকেই কি এই ব্যবস্থার উদ্ভব? যদি তাই হয় তাহলে সেই প্রত্যেকটা যথার্থ সন্দর্ভ (Precise discourse) গুলিকে বিভিন্ন 'narrative' এর মধ্যে দিয়ে আলোচনা

করা যেতে পারে। এই প্রেক্ষিতে সামন্ততন্ত্রের পূর্বের অবস্থাকে যদি আমরা ইউরোপের রাষ্ট্রিয় চরিত্রের নিরিখে ব্যাখ্যা করতে যায়, তাহলে দেখব প্রায় গোটা ইউরোপ ক্যারোলিজিয় রেনেসাঁসে উদ্বুদ্ধ। যে অবস্থাকে আমরা হয়তো কালের নিরিখে একটা 'Discipline State' এর উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি, যা নির্দিষ্টভাবে 'State' এর সঙ্গতকে নির্ধারিত করে। তবে এই 'Discipline State' এর উদ্ভবের একটা 'historical narrative' আছে যা আবার সামন্ততন্ত্রের উত্থানের প্রাথমিক রাষ্ট্রিয় তত্ত্বের বিকাশ হিসাবে চিহ্নিত।

4
Tuesday

পশ্চিমি রোমান সাম্রাজ্য 800 শতকে থেকেই খ্রীষ্টিয় ধর্মের নীতিজ্ঞানকে সম্বল করে বিভিন্ন ইউরোপিয় জনগোষ্ঠীগুলোকে একত্রিত করতে থাকে একটি নির্দিষ্ট ধর্মভিত্তিক জাতিতে। আর যার ধারক হিসাবে পোপ সমস্ত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার আধার হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করে। নিজেকে পৃথিবীতে 'God'র

প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিপন্ন করে। তবে এই সমস্ত ক্ষমতার স্থায়িত্ব দিতে পারত রাষ্ট্রের বৈধতা ও রাষ্ট্রনায়কের সমর্থন, যার থেকে জন্ম নেয় রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক মতবাদ তত্ত্বের। আবার ক্যারোলিজিয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত গোটা পশ্চিম তথা মধ্য ইউরোপ (ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স) শর্লেমানের নেতৃত্বে একটা ভূস্থানিক ঐক্যতা (Territorial solidarity) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এই territorial solidarity (Ranajit Guha এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন ভারতীয় আধা সামন্ততান্ত্রিক কৃষক সমাজের ক্ষেত্রে), যার ভিত্তি ছিল শিক্ষার প্রসার আর সমাজের জন্য সর্বসাধারণের ভাষা 'লাটিন' ও সংস্কৃতি ছিল খ্রীষ্টিয় ধর্মসংস্কৃতি। যা পোপের দ্বারা সমাজের ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকে। এইভাবে ইউরোপিয় সংস্কৃতিকে territory ও culture'এর মেলবন্ধনে এমন এক ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনের চেষ্টা করা হয় যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতার সকল আধার ছিল ধর্মিয় সংস্কৃতি। আর রোমান পোপ ও শর্লেমানকে সম্রাট হিসাবে স্বীকৃতি দিলে রাষ্ট্রগঠনের সকল শর্তই প্রায় পূরণ হয়।

6 Thursday

সমাজবদ্ধ মানুষ যে রাষ্ট্র গঠন করল তার ভিত্তি ছিল ধর্মীয় সংস্কৃতি। সেখানে সাধারণ মানুষের ভূমিকা সমাজ গঠন বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কতটা ছিল, সেটা বলা বেশ কঠিন। পোপের নিজস্ব ক্ষমতা-লাভের ইচ্ছা ও কর্তৃত্ব করার তাগিদ থেকে সমাজকে চাপিয়ে দেওয়া হলো রাষ্ট্রের মাড়ে। আর সেই ঐশ্বরিক মতাবলম্বি রাষ্ট্র যে কত দুর্বল তা অতি সহজেই বোঝা যায় এই তথাকথিত 'ক্যারোলিজিয়' রেনেসাঁসের অবসান ওরোমান

8
Saturday

সাম্রাজ্যের পতনের পর যে বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতা রাজনীতির (Decentralized Power Politics) জন্ম হয় তার মধ্যে দিয়ে।

ক্যারোলিজিয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের ফলে যখন কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন ভাইকিংরা উত্তর দিক থেকে, স্যারসেনরা দক্ষিণ দিক থেকে আর ম্যাগায়াররা পশ্চিম দিক থেকে এই সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করে লুট চালাতে আরম্ভ করলে

সাম্রাজ্যের অবক্ষয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে পড়ে। আর এই রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া খ্রীষ্টান প্রথা ও ধর্মের আদর্শের ভিত্তিতে গেড়ে তোলা ধর্মীয় সমাজ রাষ্ট্রের ও সমাজের পরিপূরক সম্পর্ককে উপলব্ধি করতে না পারার অভাবে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ায় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। যেখানে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা সমাজের ভোগে অতি সহজেই ধরা পড়ে। মানুষ উপলব্ধি করতে আরম্ভ করে State of Nature থেকে সমাজবদ্ধ ভাবে রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে থেকে আত্ম নিয়ন্ত্রনের অধিকারকে।

'State of Nature' এর অনিশ্চিত জীবন থেকে মুক্তির আশায় যেভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিল, সে আবার ফিরে যায় গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের ধারনায়। যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করতো আর ঐ গোষ্ঠীর গোষ্ঠপতি তাদেরকে রক্ষা করত নির্দিষ্ট ক্ষমতা ভোগের শর্তে। এই ভাবে একাধিক গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ ক্রমশ একে অপরের সাথে নিজস্ব প্রয়োজন থেকে রাষ্ট্র

গঠনের পথে পাবাড়ায়। বিভিন্ন আকাশিক শক্তির উদ্ভব ঘটে সাধারনের নিরাপত্তার প্রেক্ষিতে। কলেত্তির মতে রুশো এটাকেই সামাজিক চুক্তির প্রথম পর্যায় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন (From Rousseau to Lenin Studies in Idealogy and Society, Lucio Colletti). ~~কিন্তু~~ কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো মানুষ যখন সমাজগঠনের পরবর্তী পর্যায় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিনিধির হাতে ~~অর্ব~~ অর্পন করলো।

কলেত্তির মতে এই second phase of social contract'কে রুশো কখনওই মেনে নেননি। কারন এর মধ্যে দিয়েই ~~রাষ্ট্র~~ আবার ফিরে আসে আরেক রকমের 'Discipline state' system'এ। কারন রাষ্ট্র প্রতিনিধিরা সার্বভৌম ক্ষমতা অনুদান পেয়ে, নির্দিষ্ট প্রশাসনিক ক্ষমতার মধ্যে দিয়েই জনগনকে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রন করে। যাকে পরবর্তীকালে Michel Foucault 'Governmentality' বা প্রশাসনিকতার সাথে তুলনা করে আধুনিক রাষ্ট্র ক্ষমতার সন্দর্ভ হিসাবে তুলে ধরেছেন। এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে জনগনের মধ্যে নিহিত থাকা সার্বভৌম ক্ষমতা

তা খালি করে রাষ্ট্র তার প্রতিনিধিমূলক শাসকের হাতে তুলে দেয়। যার ফলে সাধারন মানুষ আবার পরিনত হয় দাস বা ভূমিদাসে। এদের ওপর রাষ্ট্র যেকোনো রকমের অত্যাচার চালাতে পারে রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে। (Homo Sacer: Sovereign power and Bare Life, 1995. by Giorgio Agamben).

সামন্ততন্ত্র কথাটির প্রথম প্রয়োগ হয় ষোড়শ শতকে ব্রিটেনের রাজপরিবারে আইনজীবিদের দ্বারা। তারাই প্রথম ব্যাখ্যা করেন কিভাবে সামন্ততন্ত্রের মধ্যে দিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উত্থান ঘটল। সেখানে তারা সামন্ততন্ত্রের উত্থানের প্রেক্ষিত হিসাবে বিকেন্দ্রিভূত জটিল এক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। যা আবার সমাজবদ্ধ এমন এক রাষ্ট্রের ছবি তুলে ধরেন যেখানে রাষ্ট্রের প্রত্যেক-টির উপাদান তার বিবর্তিত রূপটিকে তুলে ধরে। (The Lecture of Lynn Harry Nelson, The University of Kansas).

14 Friday

তবে কিছু ইউরোপিয় ~~ঐতিহাসিক~~ ঐতিহাসিকদের মতে, রোমান সাম্রাজ্যের পতনের আগে থেকেই, এই বিকিন্দ্রিভূত সাম্রাজ্যান্ত্রিক শাসনের কিছু বৈশিষ্ট্য ফ্রান্সে নরম্যানদের শাসন কালে লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গের বিতর্ক থাকলেও, এটা সত্যি যে শর্লেম্যানের সময় বৃহৎ ক্যারোলিঞ্জিয় সাম্রাজ্যের শাসনের বিভিন্ন অঞ্চল গুলি স্থানিয় শাসকদের দ্বারা পরিচালিত হত। আর এই ব্যবস্থা থেকেই

16 Sunday

ক্রমাগত আঞ্চলিক শাসক গুলি শক্তিশালি হয়ে উঠতে থাকে আর খ্রীষ্টিয় সংস্কৃতির ঐশ্বরিক তত্ত্বের রাষ্ট্র শাসনকে কিন্তু ~~ঐ~~ challenge ছুড়ে দেয়।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, রাজশক্তির দুর্বল উপস্থিতি আরো বেশি করে আঞ্চলিক শাসকদের উপর সাধারণ মানুষের নির্ভর শিলতা বাড়িয়ে তুলেছিল। ~~দেশের~~ দেশের সমস্ত জমির বা ভূখণ্ডের ~~সালি~~ অধিকার বা রক্ষণাবেক্ষণের

একমাত্র অধিকারি ছিল রাজা। সেই
রাজা নিজের সিংহাসন সুরক্ষিত রাখার
দ্বারস্থ হল আঞ্চলিক ভূস্বামী শ্রেণির ওপর।
আবার কৃতকরা তারা তাদের সবথেকে কাজের
মালিক ভূস্বামীদের ওপর বেশি নির্ভর করতে
রাজার থেকেও। এই অবস্থায় রাষ্ট্রের সার্বভৌম
আবার সঙ্গত হল যখন বিভিন্ন অঞ্চলের
ভূস্বামীদের ওপর দ্বন্দ্বীর দায়িত্ব দেওয়া হল
এই সম্পদ গুলোকে রক্ষা করার এবং রাজাকে
নিরাপত্তা দেওয়ার। আঞ্চলিক স্তরে কৃতকদের
নিরাপত্তার কর্তব্য ও প্রদের ওপর আসে
তৈরী হয় নতুন এক সামাজিক স্তর
বিন্যাস। এই ভূস্বামীরা সমস্ত জমির
রক্ষক ও উপোদনের নিয়ন্ত্রক হিসাবে বিভিন্ন
অঞ্চল গুলিকে ভাসালদের মধ্যে বন্টন করলেন
সামন্তপ্রভুর হয়ে উপোদনের নিয়ন্ত্রণ রাখা ও
আঞ্চলিক শান্তিকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য।
বিনিময়ে এই ভাসালরা জমি থেকে 'ফিয়েফ'
পেত। এই ফিয়েফ হল জমির প্রকৃত মূল,
যা ফসলের পরিমাণে পেত। আবার সামন্ত
প্রভু একদল যোদ্ধা লোভন করত এরা হল 'নাইট'।
যারা সামন্তপ্রভুকে নিরাপত্তা দিত ও দেশের
যুদ্ধ বিগ্রহের সময় রাজাকে যুদ্ধে শান্ত করত।

18
Tuesday

19 JULY
Wednesday

Page - 11 2017

এটা আবার বুদ্ধদেব কাছে থেকে আসুক আমাদের জন্মের ও অধিন সৃষ্টির প্রয়োজন, যারা আমরা নিজে নিজেরা না, তারা নিজেদের প্রয়োজন ও নিয়ন্ত্রণে চলে সমস্ত প্রভুকে তার হাসি দান করে ফ্রিমিসন মতন বিশ্বাসে হয়ার মধ্যে খুব কাছ সমস্ত প্রভুর আমাদের। এটাই লক্ষিত হয় ফ্রিমিসন বিশ্বাসে। আর সমস্ত প্রভুর নিয়ন্ত্রনবিনই ব্যবস্থাকে নিল 'গ্যানর', যা প্রকৃত 'system' নির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলার ভাবধ্বি স্থাবর। অর্থাৎ

20 রাজা, প্রভু ও রাষ্ট্রকে প্রতিস্থাপন ও নিয়ন্ত্রণে নিয়মই সার্বভৌমত্বের
Thursday সর্বময় অধিকারি হয়ে উঠে এই সমস্ত প্রভুগণ।

নির্দিষ্ট ফ্রিমিসন প্রভু কর্তৃক লালসের যে সমস্ত 'গ্যানর' ব্যবস্থা তৈরি, ফ্রিমিসনের সাথে সমস্তপ্রভুর উদ্দেশ্য মূলক সম্পর্ক আর এই সম্পর্কের অনুমাপনই উন্মুক্ত হয় নেয়ার অধিকার বিধিত 'Sorg' যার আগার Agamben'এর আখ্যা 'Homosacer'. এখানে রাষ্ট্র যেমন ক্ষুধি ব্যবহার করতে পারে, যেমন যে সার্বভৌম ক্ষমতা তৈরি করে তার ব্যাপ্তি মূল প্রভু হয়ে।

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
-	-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	-	-	-	-	-	-	-	-

'Discipline state' এর প্রতিচ্ছবি। আগে যেখানে ঐশ্বরিক মতবাদের প্রোয়োগের মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্টিয় রীতিনিতির আড়ালে কোন ক্ষমতা ভোগ করেছিল, এখন তা ভোগ করবে সামন্তপ্রভু। অর্থাৎ 'discipline' এর ছকেই বাঁধা নিয়ন্ত্রন। তাইতো আবার Foucault'তে ফিরে যায় (Discipline and Punish 1975), এই নিয়ন্ত্রন ভাঙলেই শাস্তি পেতে হবে। তখন শাস্তি দিত সামন্ত প্রভু আর এখন দেয় জনকল্যানমূলক রাষ্ট্র। যা কিনা আবার প্রতিনিধিমূলক গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সেও আবার আঞ্চলিক সামন্ততে বিভক্ত একটা রাষ্ট্রের মতো আধুনিক যুক্তরাষ্ট্র। এখানে আধুনিক রাষ্ট্রে উত্তরনের পথে সমন্ততন্ত্রকে দেখতে পায়, কিন্তু 'discipline' থেকে বেরোনোর পথ খুঁজে পায়না, যেমনটা পায়নি 'serf' বা ভূমিদাসরা, তাই সামন্ততন্ত্রের উত্থান প্রশ্ন তুলে দেয় রাষ্ট্রহীন সমাজ নাকি সমাজহীন রাষ্ট্র, কার প্রাধান্য পাওয়া উচিৎ?

22
Saturday